

তারিখ : ০৩-০৪-২০২২ (পৃঃ ১৩)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-বি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার মেরুদণ্ড : এফএও মহাপরিচালক

■ কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর মহাপরিচালক ডক্টর চু দোয়াংয়ু বলেছেন, বিজ্ঞান চর্চা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি'র অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, ভাত শুধু প্রধান খাদ্যই নয়, এটি সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রি গত পঞ্চাশ বছরে শুধু মৌলিক ও ফলিত গবেষণাই করেনি বরং ধানের উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এবং ধানভিত্তিক ভ্যালুচেইনের উন্নয়নে অনস্বীকার্য অবদান রেখে চলেছে। খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে মানবসভ্যতার উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখায় ড. চু দোয়াংয়ু ব্রি'র বলেন, ব্রি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার মেরুদণ্ড। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর সদর দপ্তরে ৩৬তম এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনে অংশ নেয়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সফরকালে এক ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে

এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় এফএও-এর মহাপরিচালক চু দোয়াংয়ু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্রি এবং বারির উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এটাই খাদ্য নিরাপত্তার মেরুদণ্ড এবং সক্ষমতার উৎস। ব্রি'র মতো একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকা যে কোনো দেশের জন্যই গর্বের বিষয়। আমি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির রূপান্তরের এই প্রতিষ্ঠানের অবদান ও অর্জনের প্রশংসা করি। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমরা যদি বিজ্ঞান চর্চায় উন্নতি না করি আমাদের ভবিষ্যৎ বিশ্ব আরো ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। কেবল বিজ্ঞানেই রয়েছে ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান- অন্য কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ যদি



উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে চায় তাহলে হাত-মাথা দুটোকেই একসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। পরিকল্পনামূলকভাবে কাজ করলে উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই, বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খাদ্য রূপান্তর ব্যবস্থায় জোর দিতে হবে। ব্রি'র কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয়

বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করে ব্রি'র মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্রি'র গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেখানে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ব্রি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করেছে। এ সময় তিনি কৃষি কার্যক্রম জোরদারে এফএও এবং বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময়ে এফএও মহাপরিচালক সাংবাদিকদের কাছে তার বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কৃষির উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং এ দেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

লেখক: উর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা
ব্রি-গাজীপুর

Golden Rice a sustainable source of Vitamin A

Staff Correspondent

The speakers at a webinar on Saturday opined that the Golden Rice (beta-carotene biofortified rice) developed by Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) in partnership with International Rice Research Institute (IRRI) can be the pathway for a sustainable source of Vitamin A to address undernutrition.

The participants urged for the regulatory approval of Golden Rice, as it is a sustainable source of Vitamin A. The rice has the capacity to help the government in addressing vitamin A deficiency alongside with their current interventions.

The International Rice Research Institute (IRRI) organized the webinar titled 'Importance of golden rice as a choice to sustain Vitamin A sufficiency - looking at the poverty - undernutrition nexus'.

Former Agriculture Secretary Anwar Faruque chaired the webinar while Dr FH Ansarey, Managing Director of ACI Limited, Dr Tahmeed Ahmed, Executive Director of icddr,b, Professor Emeritus Dr Sattar Mandal of Bangladesh Agriculture University, Professor Dr Lutful Hassan, vice-chancellor of Bangladesh Agriculture University, Dr Shahjahan Kabir, Director General of BRRI, Dr Humnath Bhandari, Bangladesh Country Representative for IRRI, and other civil society members contributed to the webinar.

The keynote presentation of the webinar was given by IRRI's Dr Noel Magor.

The presentation revealed Bangladesh's commendable track record in tackling Vitamin A deficiency in the past decades, with levels of Vitamin A deficiency declining to relatively low levels among the poorest and most vulnerable, through its large-scale capsule supplementation and other fortification programmes.

However, many still have low to moderate Vitamin A status and Golden Rice can be a sustainable source of Vitamin A which can complement at very low cost the government's other interventions to achieve full Vitamin A sufficiency among the people of Bangladesh, it added.

It said that the Golden Rice was developed to be cultivated and distributed among the poorest and most vulnerable, whose incomes often cannot support diets which are naturally rich in micronutrients such as Vitamin A.

For them, whose meals often consist solely of rice, Golden Rice can be a good supplementary source of these essential micronutrients. Golden Rice alone can fulfill 30 percent to 40pc of the average requirements of Vitamin A in humans.

Moreover, the yield of Golden Rice is the same as the yield of BRRI dhan-29, with identical cultivation, harvesting and processing processes and a taste which is almost indistinguishable from conventional rice. A farmer can keep the seed from the rice itself as the beta-carotene gene has been introgressed in an inbred rice variety, it added.

BRRI in partnership with IRRI has been working for many years on the development of beta-carotene biofortified rice (Golden Rice) as an option to address Vitamin A deficiency. The popular boro rice variety, BRRI dhan29, has been enriched with beta-carotene and has been extensively tested across Bangladesh. BRRI has submitted the necessary documentation to the National Biosafety Committee for biosafety clearance. To date, it has not received that clearance.

Dr Tahmeed Ahmed, Executive Director of icddr,b said, "Given the increase in population and the pressure on food security, it's time to have multiple interventions and strategies to combat micronutrient deficiencies. One such intervention is the Vitamin A fortified Golden Rice.

There is a need to have a thorough discussion with the regulatory authorities including the Department of Environment about the evidence behind Golden Rice. This could result in an early release of the variety so that farmers and consumers can test it."

IRRI Representative Dr Humnath Bhandari said, "IRRI is dedicated to abolishing poverty and hunger among people and populations that depend on rice-based agri-food systems. IRRI is supporting Bangladesh to develop nutrient rich rice varieties. IRRI and BRRI jointly have developed Vitamin A enriched Golden Rice as an option to address Vitamin A deficiency.

তারিখ : ০১-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৪)

বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০ ধান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নতুন একটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর নাম দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ বা বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০। প্রথমবারের মতো খুলনার রূপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের জাবুসা গ্রামের ১৫ কৃষক সম্মিলিতভাবে ১২ একর জমিতে এই জাতের ধানের প্রথম আবাদ করেছেন। বোরো জাতের ধান ক্ষেতে সবুজ ও বেগুনি রঙের সংমিশ্রণে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। প্রতিদিন এই মনোরম ও সুদৃশ্য শস্য মানচিত্র দেখতে ভিড় করছে স্থানীয়রা। মূলত কৃষকদের এই ধান চাষে আকৃষ্ট করতে এ জাতীয় প্রদর্শনী ব্লক। উচ্চমাত্রার জিঙ্ক ও পুষ্টি সমৃদ্ধ সোনালি রঙের এই ধান নাজিরশাইল বা জিরা ধানের দানার মতো। ফলনও বেশি। রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব না হলে প্রতি হেক্টরে ৭ থেকে ৮ টন ধান উৎপাদন হবে। উফশী জাতের হওয়ায় এর উৎপাদন খরচ হাইব্রিড ধানের চেয়ে কম। ব্রি-২৮ ও ২৯ ধান উৎপাদন এবং আহরণের চেয়ে সময়ও লাগবে কম। এপ্রিলের মাঝামাঝি এই ধান উঠে যাবে কৃষকের গোলায়। ভাত খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। পরীক্ষামূলক এই ধানের আবাদ সফল হলে দেশের কৃষক এর চাষে আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে অবশ্যই। আর তাতে মিটিবে খাদ্যের চাহিদা। নিশ্চিত হবে খাদ্য নিরাপত্তা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে গত কয়েক বছরে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে বিশ্বে। যে কারণে কৃষিবিষয়ক গবেষণার জন্য আর বিদেশের দ্বারস্থ হতে হয় না। এক্ষেত্রে কৃষকবান্ধব সরকার নিরন্তর গবেষণাসহ এর সুফল পেতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দও বাড়িয়েছে আশানুরূপ। সোনালি আঁশ পাটের জীবন রহস্য তথা জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করে বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। আবিষ্কার করেছে বিখ্যাত ব্র্যাক বেঙ্গল গোট এবং ইলিশ মাছের জীবন রহস্য। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ ও সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট

কৃষিবিষয়ক গবেষণাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে এক্ষেত্রে আরও ব্যাপক গবেষণা ও উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে নিশ্চয়ই। যেমন- চরাঞ্চল, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় কিভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও মানসম্মত গবেষণার আবশ্যিকতা রয়েছে। এর পাশাপাশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যন্ত্রনির্ভর কৃষির ওপর, যা সরকার বাস্তবায়ন করছে পর্যায়ক্রমে।

বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। স্বাধীনতা উত্তর তথাকথিত ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ থেকে বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব বিস্ময়কর উত্তরণ বিশ্বেরও বিস্ময় বৈকি। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয় কৃষিনিতি এবং পরে তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তবানুগ কৃষি কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে অবস্থান করে সমাদৃত হয়েছে বিশ্ব পরিমন্ডলে। মাছ বিশেষ করে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনেও বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ঈর্ষণীয়-রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে অদ্বিতীয়, একেবারে প্রথম স্থানে। কৃষিই বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রাণ। অনাদিকাল থেকেই দেশের মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নির্ভর করেছে কৃষির ওপর। ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রামে বসবাস করে এবং তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশায় জড়িত। সেক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকবে চিরদিন।

**বাংলাদেশ কৃষি
গবেষণা ও উন্নয়নে
গত কয়েক বছরে
ঈর্ষণীয় সাফল্য
অর্জনে সক্ষম হয়েছে
বিশ্বে। যে কারণে
কৃষিবিষয়ক
গবেষণার জন্য আর
বিদেশের দ্বারস্থ
হতে হয় না**